আচরনবিধি (Code of Conduct)

১. **শ্রমআইন (Labor Law)** ঃ এম জি নীট ফ্লেয়ার লিমিটেড কারখানা পরিচালনার জন্য দেশের প্রচলিত শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন -২০১৩ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি বিধান অনুসরন করে থাকে।

২. **শিশু শ্রম (Child Labor)** ঃ শিশু শ্রমের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ দেশের প্রচলিত শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসরণ করে এবং অত্র কোম্পানিতে কোন শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা হয়না এবং কিশোর শ্রমিক নিয়োগে নিরুৎসাহ প্রদান করা হয়।

৩. **বাধ্যতামূলক শ্রম (Forced labor)** ঃ কর্তৃপক্ষ দেশের শ্রম আইন মোতাবেক যে কোন ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রম যেমন, প্রিজন লেবার, বন্ডেড লেবার ইত্যাদি নিয়োগ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র স্বেচ্ছাশ্রম ব্যবহারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৪. **হয়রানি বা গালমন্দ (Harassment & Abuse)** ঃ কর্মরত সকল শ্রমিক যেন কোন ধরনের দৈহিক, মানসিক নির্যাতন, মৌখিক গালমন্দ বা তিরস্কার এবং কোন প্রকার যৌন হয়রানি বা অপব্যবহারের শিকার না হয় কর্তৃপক্ষ তা নিশ্চিত করে থাকে। কোন ব্যক্তি যদি কোন অবস্থায় কারো সাথে অন্যায় আচরণ, কোন ধরনের হয়রানি বা গালমন্দ করেন বা কাউকে করতে উৎসাহিত করেন তবে কোম্পানি প্রচলিত আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।

৫. **নুন্যতম বেতন ও সুবিধাদি (Minimum Wages & Benefits)** ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সর্বশেষ প্রকাশিত নুন্যতম বেতন অধ্যাদেশের অনুমোদন মোতাবেক গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৩ নোটিফিকেশন অনুযায়ী কোম্পানি তার কর্মচারীদেরকে বেতন ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত অধ্যাদেশ অনুসরণ করে থাকে।

৬. **কর্মঘন্টা (Working Hours)** ঃ কর্তৃপক্ষ দৈনিক ৮ ঘন্টা এবং ওভারটাইম সহ ১০ ঘন্টা কাজ করার অনুমতি প্রদান করে। প্রত্যেক শ্রমিকের সম্মতি সাপেক্ষ অতিরিক্ত কর্মঘন্টায় কাজ করানো হয় এবং আইনানুগ সকল ভাতা ও মজুরী পরিশোধ করে থাকে। সকল শ্রমিক কর্মচারী সপ্তাহের সাত দিনের মধ্যে নূণ্যতম একদিন সাপ্তাহিক ছুটি ভোগ করে থাকে।

৭. **সমঅধিকার (Equal Opportunity)** ঃ কর্তৃপক্ষ কর্মস্থলে চাকুরি, বেতন, প্রশিক্ষণ, প্রমোশন ও চাকুরিচ্যুতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, মূল্যবোধ, বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান অধিকার প্রদানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে কোন ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে সর্বদা বিরত থাকে।

৮. **স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (Health & Safety)** ঃ কর্তৃপক্ষ একটি পূর্ণাঙ্গ নিয়মনীতি, অবকাঠামো ও সংস্কৃতি অনুসরণ ও সংরক্ষণ করে কর্মক্ষেত্রে সকলের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত পরিচ্ছন্ন টয়লেট, ক্যান্টিন, বিশুদ্ধ খাবার পানি, অগ্নিনিরাপত্তা, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকে। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধিমালার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ দেশের প্রচলিত আইন ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নীতিমালা অনুসরণ করে থাকে। যে ক্ষেত্রে কোন নীতিমালা নেই সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কোম্পানির নিজস্ব মানদন্ড প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করে থাকে। কর্মক্ষেত্রে সকল প্রকার সম্ভাব্য ঝুকির উৎস নির্ণয় এবং তার যথাযথ প্রতিকার কল্পে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহণ করে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট থাকে।

৯. সংগঠনের স্বাধীনতা (Freedom of Association) ঃ আইন সংগত ও শান্তিপূর্ণভাবে যদি কোন শ্রমিক এসোসিয়েশন গঠন করতে বা জড়িত হতে চায় কোম্পানি তাকে স্বাধীনতা প্রদান করে থাকে।

১০. কর্মপরিবেশ (Work Place Environment) ঃ কর্তৃপক্ষ সকল শ্রমিককে, মর্যাদার সাথে ব্যবহার এবং তাদের জন্য একটি নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করে থাকে। কর্ম পরিবেশ সংক্রান্ত সকল নীতিমালা পালন আবশ্যক।

১১. পরিবেশগত বিধিবিধান (Environmental Rules & Regulations) ঃ বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ আইনের প্রতি কোম্পানি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং আইন মেনে চলার ব্যাপারে কোম্পানী বদ্ধপরিকর। পন্য উৎপাদনের কাচামাল সংরক্ষণ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার বর্জ্য পদার্থ যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিস্কাশন করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট আছে।

১২. নিরাপত্তা (Security) ঃ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এম জি নীট ফ্লেয়ার লিঃ নিজস্ব নিরাপত্তা পলিসী এবং CT-PAT মানের নিরাপত্তা নীতিমালা অনুস্বরণ করে। শ্রমিক/কর্মচারীদের প্রবেশ/বাহির, লোডিং-অনলোডিং, সীপমেন্ট এর ক্ষেত্রে CT- PAT নীতিমালা অবশ্যই পালনীয়।

১৩. অভিযোগ পদ্ধতি বা গ্রিভেন্স মেকানিজম ঃ কারখানা সকল শ্রমিক কর্মচারীদের কাছথেকে অভিযোগ ও পরামর্শ গ্রহন করে থাকেন এবং ওপেন ডোর পলিসি মেন চলেন। যদি কোন অভিযোগ পাওয়া যায় তাহলে তদন্ত কমিটি করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় এবং অভিযোগ কারীকে মৌখিক বা প্রয়োজনে লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, অভিযোগ কারীর পরিচয় গোপন রাখা হয়।

১৪. ছুটি (Leave)ঃ প্রত্যেক শ্রমিক/কর্মচারী নিম্নোক্ত হারে ছুটি ভোগ করবেন-

ক. সাপ্তাহিক ছুটি : প্রতি সপ্তাহে ০১ (এক) দিন শ্রম আইন অনুসারে সাপ্তাহিক ছুটি হিসাবে বিবেচিত হবে।

খ. উৎসব ছুটি : বছরে ১১ (চৌদ্দ) দিন, পূর্ণ বেতনে ।

গ. নৈমিত্তিক ছুটি : বছরে ১০ (দশ) দিন, পূর্ণ বেতনে ।

ঘ. অসুস্থতা ছুটি : বছরে ১৪ (চৌদ্দ) দিন, পূর্ণ বেতনে।

ঙ. অর্জিত ছুটি : প্রতি ১৮ কর্মদিবসে ০১ দিন,পূর্ণ বেতনে । একটানা কমপক্ষে ০১ বছর চাকুরি পূর্ণ করলে এই ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

চ. মাতৃত্বকল্যাণ ছুটি: (নারী শ্রমিকের জন্য) সবেতনে ১৬ (ষোল) সপ্তাহ বা ১১২ (একশত বার) দিন (সন্তান প্রসবের পূর্বে ৮ সপ্তাহ এবং পরে ৮ সপ্তাহ)। বাংলাদেশ শ্রমআইনের ৪র্থ অধ্যয়ের ধারা ৪৫ থেকে ধারা ৫০ অনুসারে মাতৃত্বকল্যান ছুটি দেওয়া হবে।

১৫. চাকুরী হতে পদত্যাগ বা ইস্তফা: প্রত্যেক স্থায়ী শ্রমিক দুই মাসের লিখিত নোটিশ দিয়ে পদত্যাগ করতে পারে, অন্যথায় এক মাসের মজুরী কোম্পানীকে প্রদান করে পদত্যাগ করা যাবে। অন্যদিকে মালিক কর্তৃক আপনার চাকুরী অবসান ঘটলে ১২০(একশত বিশ) দিনের নোটিশ বা নোটিশের সমপরিমান মোট মজুরী প্রদান করবেন।

১৬. চাকুরী হতে বরখাস্ত: উর্দ্ধতন কর্মকর্তার আইনানুগ নির্দেশে অবাধ্যতা, অশোভন ব্যবহার, কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, আইন বিরোধী কোন কাজ এবং অন্যান্য যে কোন অসদাচরনের জন্য বাংলাদেশ শ্রমআইন ২০০৬ এর ২৩ ধারা অনুসারে যে কোন শ্রমিক কে বরখাস্ত করা যেতে পারে।

১৭. ঘুষ ও দূর্নীতি: প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে প্রশাসনিক অথবা যে কোন প্রকার কাজের জন্য কোন কর্মী বা স্টাফ অসৎ উপায় অবলম্বন করে কোন ব্যক্তিগত সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। উপযুক্ত ডকুমেন্টস বা উপযুক্ত প্রাপক ছাড়া কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন করতে পারবেন না। কারখায় হিসাব শাখা ছাড়া অন্যকোন শাখা বা বিভাগ থেকে কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন করা যাবেনা।

১৮. অন্যান্য সুবিধা ও বিধি নিষেধ:

ক. উৎসব ভাতা : নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে এক বছর চাকুরী পূর্ণ করলে বছরে ২ টি উৎসব ভাতা প্রদান করা হবে। প্রতিটি উৎসব ভাতা মাসিক মোট মজুরীর অর্ধেক হবে।

খ. মজুরী বৃদ্ধির হার: মূল বেতনের নূন্যতম ৫% হারে বাৎসরিক মজুরী বৃদ্ধি পাবে।

গ. চিকিৎসা সুবিধা: কারখানার অভিজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র ও সম্ভাব্য ঔষধ পত্র প্রদান করা হয়।

ঘ. কারখানার ভিতরে পান, চুইংগাম খাওয়া, ধুমপান করা এবং কর্মকালীন সময়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার সম্পূর্ন নিষিদ্ধ।

ঙ. কর্মরত অবস্থায় প্রযোজ্য সেকশনে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদী ব্যবহার বাধ্যতামূলক, ব্যতিক্রম শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

চ. কারখানার সুবিধার্থে একই ব্যবস্থাপনা অধীন যে কোন বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানে বদলী করা যেতে পারে।

------------------------------ ------------------------------

প্রস্তুতকারী	অনুমোদনকারী
মোঃ আব্দুল্লাহ্ আল ছাকী	নাভিদুল হক
উপ-ব্যবস্থাপক-এইচআর ও কমপ্লায়েন্স	পরিচালক
মোহাম্মদী গ্রুপ।	মোহাম্মদী গ্রুপ।